এমকেজি:র নিবেদন
কংস
কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

হিনী

দ্বাপরের মথুরা যুবরাজ কংসের স্বেচ্ছাচারে, খেয়াল খুশীর অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির তিনি যেন মূর্ত্তিমান প্রতিবন্ধক। উদ্ধত যুবরাজ ভীড়ের ওপর দিয়ে নির্ম্মমবেগে রথ চালনা করেন। আশ্রম-মৃগ হত্যা করায় তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। যুবরাজের দুরন্ত প্রাণশক্তি শান্তিপ্রিয় মানুষের স্তিমিত জীবনকে নকল প্রাণের কৃত্রিম অভিব্যক্তি বলে উপেক্ষায় উচ্ছল হয়ে ওঠে। তাঁর বন্যপ্রকৃতি শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে মৃগয়ায় মত্ত হয়ে উঠতে চায়। বৃদ্ধ মহারাজ উগ্রসেন প্রজাদের অভিযোগে মাঝে মাঝে কংসের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেও অপত্যস্নেহে দুর্ব্বল হয়ে পড়েন। স্নেহশীলা মাতা পদ্মাবতী পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

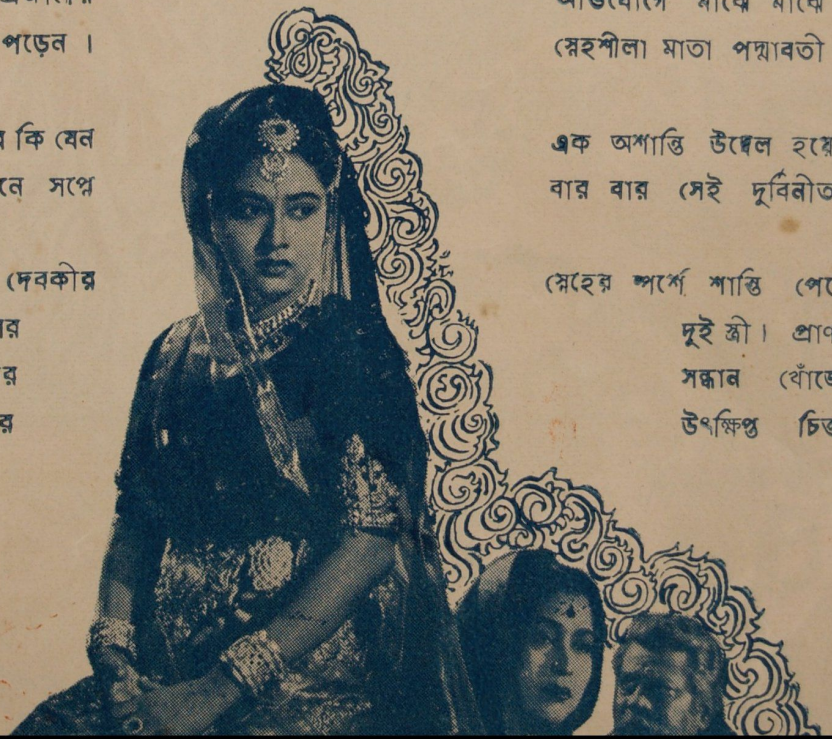

শক্তিমদমত্ত কংসের চিত্তের গভীরে কি যেন এক অশান্তি উদ্বেল হয়ে উঠতে চায়। তার রক্তে কি যেন এক বিজাতীয় চঞ্চলতা। শয়নে স্বপ্নে বার বার সেই দুর্বিনীত অস্থিরতা কংসের হৃদয় তাপিত করে তোলে।

কংসের তাপিত হৃদয় স্নেহের স্পর্শে শান্তি পেতে চায়। অস্তি ও প্রাপ্তি সহোদরা দেবকীর সর্ব্বগুণসম্পন্না দুই যমজ ভগিনী কংসের দুই স্ত্রী। প্রাণবন্যায় উচ্ছল অস্তি। কংসের অজানা অন্তর-জ্বালা সেখানে আত্ম-বিস্মৃতির সন্ধান খোঁজে। ভক্তিমতী কোমলা কল্যাণময়ী প্রাপ্তির শান্ত-মাধুর্য্যে কংসের উৎক্ষিপ্ত চিত্ত নিরুদ্বিগ্নতার অবগাহন করতে চায়।

কিন্তু কংসের দুঃস্বপ্ন দূর হয় না। কার তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ তার কাছে পিপাসার জল প্রার্থনা করে। একদিন কংস জানতে পারে সে ভোজ বংশের কেউ নয়, উগ্রসেন তার সত্যকারের

পিতা নয়। সে দানব দ্রুমিলের সন্তান। উগ্রসেনের ছদ্মরূপে মায়াবী দানব রাণী পদ্মাবতীকে ছলনা করার ফলে তার জারজ-জন্ম। এরপর থেকে কংসের জীবন নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে। বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কংস পালক-পিতা উগ্রসেনকে করে কারাগারে বন্দী। সুরাপানে ও নর্ত্তকীর দেহভঙ্গীমার ললিতছন্দে আত্ম-বিস্মৃত হতে চাইল। তবু শান্তি নেই? বিশ্বরূপী নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষে কংস যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এদিকে মাতা পদ্মাবতী স্বেচ্ছায় স্বামী উগ্রসেনের সঙ্গে কারাবরণ করায় কংস উগ্রসেনকে প্রাসাদে নিয়ে এসে অন্তরীণ করে রাখতে বাধ্য হয়।

কংসের স্বৈরাচারে মথুরায় দেখা দেয় বিপ্লব। কংসের ধ্বংস মানসে মথুরাবাসীরা একত্রিত হয়। তাদের নেতা শৌরী বসুদেব অহিংসার বাণীতে তাদের শান্ত করেন। কংস-সহোদরা দেবকী বসুদেবের বাকদত্তা। জনতার ওপর বসুদেবের এই আধিপত্যে কংস জ্বলে ওঠে। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত মহামাত্য অক্রুরের পরামর্শে শুভলগ্নে বসুদেবকে দেবকীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে রাজনীতিক কৌশলে জনক্রোধকে সংবরণ করার চেষ্টা হয়।

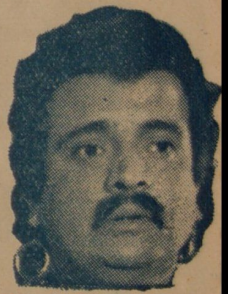

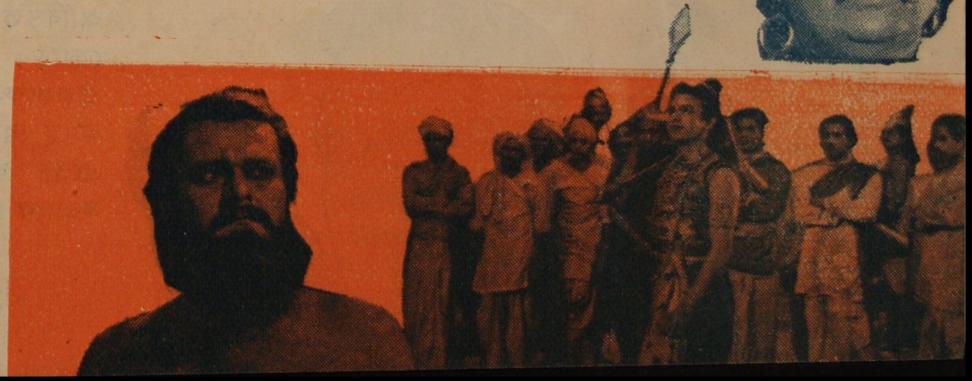

কিন্তু এই আনন্দময় শুভদিনে দৈববাণী হয়—'দেবকীর অষ্টমগর্ভ সন্তান কংসের নিহন্তা হবে। দেবকী সহোদরা হলেও নিজের প্রাণসংশয়ের ভীতি অনেক বড়। কংস মুক্ত অসিহস্তে দেবকীকে হত্যা করতে যায়। নববধূকে রক্ষা করতে বসুদেব নিদারুণ শপথ করেন, যে জন্মমাত্র দেবকীর প্রত্যেক সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন।

শপথ সত্ত্বেও কংস তাদের কঠোর পাহারায় ভৈরব-দুর্গে বন্দী করে রাখে!

ছ'বছরে দেবকীর গর্ভজাত ছ'টি সন্তান কংসের মৃত্যুকরাল হাতে নিহত হ'ল। সপ্তম সন্তান বিষ্ণুর অংগ:বতার বলরাম দেবকীর গর্ভ থেকে সঞ্চারিত হলেন বসুদেবের প্রথমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে। ইতিমধ্যে কংসের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে মথুরাবাসী। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত বিষ্ণুভক্তেরা কাতরকণ্ঠে আহ্বান করতে লাগলেন।

অবশেষে এল জন্মাষ্টমী—বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর ক্রোড়ে। দৈবাদেশে বসুদেব শিশু শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে গোপরাজ নন্দের কাছে রেখে এলেন। পরিবর্ত্তে নিয়ে এলেন রাণী যশোমতীর সদ্যজাতা কন্যাকে।

কংস অষ্টম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পেয়ে কারাগারে ছুটে এল। শিশু কন্যাটিকে আছড়ে ছুঁড়ল নির্দ্দয়ভাবে। কিন্তু সেই শিশু শূন্যে মহামায়া মূর্ত্তি ধারণ করে জানাল, তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

গোকুলের ঘরে ঘরে কংসের অনুসন্ধান ও অত্যাচার সুরু হল। কৃষ্ণ বলরামকে বাঁচাতে নন্দ সদলে চলে এলো গভীর অরণ্যে। গড়ে উঠল শ্রীবৃন্দাবন।

পুতনা রাক্ষসী, অঘাসুর, বকাসুর অরিষ্টাসুর প্রভৃতি কংস প্রেরিত দৈত্যদানবেরা অজ্ঞাত দুই গোপবালকের হাতে নিহত হ'ল। ইন্দ্রজয়ী দুদ্ধর্ষ দৈত্য কেশীও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করল। কংস জানতে পারল কে এরা।

শ্রীকৃষ্ণরূপী বিষ্ণুকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে কংস এবার আর এক কৌশল অবলম্বন করল। আয়োজন করল ধনুর্যজ্ঞের। দিকে দিকে বীরদের নিকট গেল আমন্ত্রণ।

কৃষ্ণ তখন গোপিনীদের মধ্যমণি হয়ে শ্রীরাধিকার সঙ্গে প্রণয়লীলারঙ্গে বিভোর। মহামাত্য অক্রূর নিয়ে এলেন ধনুর্যজ্ঞের আমন্ত্রণ।

এর পর শত্রুরূপী পরমভক্ত কংসের সঙ্গে ভগবানে।র চরম সংগ্রাম ও মহামিলনের রোমাঞ্চিত কাহিনী আপনাদের বিহ্বল করে তুলবে।

(১)

গগনে চন্দ্র কুসুমে গন্ধ
মদির মন্দ বায়
আজি অনঙ্গ লীলা তরঙ্গ
প্রণয় সঙ্গ চায়
হে মনোমোহন ললিত কান্ত
মিলন পিয়াসে নিশি অশান্ত
মাধবী কুঞ্জে মুকুল পুঞ্জে
ভ্রমর গুঞ্জে গায়।

(২)

সাজো রাজনন্দিনী নব বধূ সাজে
সাজো রাজনন্দিনী
বাঞ্ছিত মিলন পিয়াসে
কুঙ্কুম চন্দন কস্তুরী তিলকে রঞ্জিত
কৌশেয় বাসে
রঞ্জিত কৌশেয় বাসে
কুন্তলে পরো সখী হেমসীমন্ত,
কুন্তল কণিকা শ্রবণে
কণ্ঠ ঘেরি গজ মুক্তা মালা পরো কাঞ্চী
মেখলা কটি শয়নে
আঁকো, অঞ্জন নয়ন বিলাসে
আঁকো, অঞ্জন নয়ন বিলাসে
বাহুবল্লরী ঘেরি কেয়ূক অঙ্গদ,
কঙ্কনে বাঁধো মনিবন্ধ
পুষ্পভূষণে আজি বেষ্টিত করো,
তব কবরীর গৌরবছন্দ
বাঁধো, পদযুগ মঞ্জীর পাশে
বাঁধো, পদযুগ মঞ্জীর পাশে।

(৩)

জাগো নারায়ণ জাগো !
এসো চক্রপানি নাশো অত্যাচারী
করো আর্তত্রাণ প্রভু দর্পহারী
জাগো নারায়ণ জাগো !
ব্যর্থ আঘাত হানি বন্ধদ্বারে
বন্দী মানব কাঁদে অন্ধকারে
কোথা ভক্তগতি কোথা লক্ষ্মীপতি
ভাঙো মৃত্যুভীতি মোছো অশ্রুবারি
জাগো নারায়ণ জাগো !
হিংসা দলন এসো দৈত্যবিনাশ
শান্তি আনো প্রভু বিশ্বনিবাস
জাগো নারায়ণ জাগো !
ভক্তি বিলাও আজি শক্তি বিলাও
নিঃসহায়ে আজি বন্ধু মিলাও
আশ্বাস দাও প্রভু বিশ্বাস দাও
এসো শক্রজয়ী মোহভঙ্গকারী
জাগো নারায়ণ জাগো।

(৪)

কাঁটা নয়তো কি কাঁটা নয়তো কি
ওযে, বাঁকা শ্যামের বাঁকা কাঁটা,
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী কাঁটা
অপরূপের রূপের কাঁটা,
কালা খলের ছলের কাঁটা।
ধরি ধরি করি যদি মরি মরি সরে যাও,
গোপী সঙ্গে একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ, করে যাও
হে ত্রিভঙ্গ, করে যাও।
তাই শ্যাম কাঁটায় বড় জ্বালা,
বিঁধতে জ্বালা তুলতে জ্বালা,
শ্যাম কাঁটায় বড় জ্বালা।

(৫)

সখী তোরা এমন করে,
শ্যামকে কিছুই বলিস নারে,
(সে তো) বাজিয়ে বাঁশী,
সঙ্গোপনে আমায় টানে বারে বারে।

(৬)

ছিঃ ছিঃ শ্যামপীরিতির এই কি রীতি,
আজ বুঝেছি সাধা বাঁশী,
রাধা কেন বলে নীতি,
শ্যাম পীরিতির এই কি রীতি !
আমরা তোমার কেউ কি নই,
আমরা শ্যামের কেউ কি নই,
আমরা তোমার কেউ কি নই ?
এবার সবাই রাধা ভাবে,
বাঁধবো তোমায় প্রেম ডোরে,
দেখবো কেমন ও রাধানাথ,
থাকতে পারো দূরে সরে।

(৭)

কই গো কৃষ্ণ কুঞ্জ কাননে,
রাধা তো তোমার এলনা
(সখা) রাধা তো তোমার এলনা ॥
ঐ মুরলীর ধ্বনি শুনে রাই ধনি,
মান করে সাড়া দিল না
(বুঝি) মান করেছে,
রাই ধনি বুঝি মান করেছে,
তোমার ভাবে ভাবি হয়ে রাই মান করেছে
তোমার চোরা রীতি দেখে বুঝি,
রাই মান করেছে।
আমাদের সাথে মনোচোরা নিতি খেল
লুকোচুরি খেলা
এবার আমাদের ব্যথা বোঝো সখা, সয়ে,
শ্রীমতীর অবহেলা।

(৮)

কৃষ্ণ আমার ধ্যানজ্ঞান সখি
কৃষ্ণ আমার প্রাণ
ও মুখ হেরিলে নিজেরে হারাই,
ভুলি মান অভিমান।
কি করি উপায় বল বল সখি,
কি করি উপায়
তোমার উপায় জানে শ্যামরায়,
নিরুপায় মোরা কি করি উপায়।

(৯)

আজি দোলত যুগল কিশোর
দোলে শ্যাম দোলে রাধা,
দোলে, দোলে, দোলে
দুঁহু করে কর বাঁধা,
মধুর প্রণয়রাগে মিলন বিভোর
দোলে হিন্দোলা দোলে, দোলে ফুল গন্ধ,
বৃন্দাবনে দোলে নবীন আনন্দ ;
মুকুলিত মধুমাস আনে মধু অভিলাষ
উছলি আবেগে ঝরে জোছনা অঝোর।

"স্তোত্র"

(১)

বন্দে হরশঙ্করমনাদি প্রমথেশং
স্মরহরমনন্তং শম্ভুং দিগম্বরং
বিলসতি শশী ললাটে জটাজুটে সুরগঙ্গা
কটিতট বিলম্বিত ফনিমালং কপালং দধানং
বাদিত ডমরু শৃঙ্গং
হিমভূধর শিখর বরকান্তং প্রশান্তং মহেশ্বরং

(২)

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

(৩)

জয় জয় কালী করালী
কপালিনী নৃমুণ্ডমালিনী
খড়্গ হস্তা বিগলিত চিকুরা
জয় দায়িনী ভব ভয় হারিণী
হর হৃদি বিলাসিনী
বিশ্ব-পালিনী বিশ্ব-তারিণী
বিশ্ব তারিণী
জয় জয় কাত্যায়নী

(৪)

অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ,
সর্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
তমোগুনং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ,
সংহরতে জগৎ ॥
রজোগুণময়ঞ্চনোদ্রূপং,
তস্যৈব ধীমতঃ।
চতুমুখঃ স ভগবান্ জগৎসৃষ্টৌ,
প্রবর্ত্ততে ॥
সৃষ্টশ্চ পতিসফলং বিশ্বাত্মা,
বিশ্বতোমুখঃ।
সত্বংগুণ মুপাশ্রিত্য বিষ্ণুবিশ্বেশ্বরঃ,
স্বয়ন্ ॥

(৫)

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য,
মামে কং শরণং ব্রজ
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যসমি,
মাশুচ

এমকেজির নিবেদন : **কংস**

চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা : **সুনীল বসু মল্লিক**

সহযোগী প্রযোজনা ও
তত্ত্বাবধান : **বিমল ঘোষ**
পরিচালনা :
এমকেজি ইউনিট
সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগচী
কাহিনী : প্রফুল্ল রায়
কাহিনী পরিবর্দ্ধন ও অতিরিক্ত
সংলাপ : কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ
চিত্রশিল্পী : সুহৃদ ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল
অবনী চট্টোপাধ্যায়
পুনঃ-শব্দযোজনা :
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রবীন দাশ
শিল্পনির্দ্দেশনা : কার্ত্তিক বসু
নৃত্য-পরিচালনা : অতীনলাল
ব্যবস্থাপনা : প্রমোদরঞ্জন চট্টোঃ
পশ্চাৎপট অঙ্কন: আর আর সিন্ধে

রূপসজ্জা : গোষ্ট দাস
পোষাক পরিচ্ছদ : বি, ব্রাদার্স
কেশ-বিন্যাস : প্রোঃ ফারাদ হোসেন
প্রচার সচিব : ফনীন্দ্র পাল
প্রধান সহকারী পরিচালক :
ভূপেন রায়
অন্যান্য সহকারীগণ
পরিচালনা : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার : দেবকুমার বসু
চিত্রশিল্পী : ভবতোষ ভট্টাচার্য্য
মলয় রায়
শব্দযন্ত্রে : বলরাম বারুই
সম্পাদনা : সুনীত সাহা
সঙ্গীত : শৈলেশ রায়
শিল্প-নির্দ্দেশে : অনিল পাইন
ব্যবস্থাপনা : কেষ্ট, সলিল
রাম প্রসাদ, বদু
রূপসজ্জা : মুন্সিরাম, কার্ত্তিক পঞ্চু
সাজসজ্জা : প্রভাস চক্রবর্তী, গৌর

স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ
আলোকসম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ
শৈলেন দত্ত, রামনায়ক, সুহাস ঘোষ
নব বেউড়া হট ধলেশ্বর, শ্যামল
অলঙ্কার সজ্জা : গিনি প্যালেস
পুষ্প-সজ্জা : গ্লোব নার্শারী
রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও তে আর-সি-এ
শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে
ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটারীতে
পরিস্ফুটিত

রূপায়ণে :

কমল মিত্র, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়,
গুরুদাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরাজ দাস, সৌরেন ঘোষ
দীপ্তি রায়, মলিনা দেবী, ভারতী
পদ্মা দেবী, কেতকী, সন্ধ্যা, মিতা
চট্টোঃ শীলা পাল, শুক্লা দাস, চিত্রা
মণ্ডল, আরতি দাস, বেবী রাণী
গীতা দাস, বাণী গাঙ্গুলী, ফণি
গাঙ্গুলী, সুনিলেশ (এ্যাঃ) শোভেন
জয় নারায়ণ, চন্দ্রশেখর, তুলসী চক্রঃ
শ্যাম লাহা, জহর রায়, মণি শ্রীমানি
সুনীত মুখোপাধ্যায়, উৎপল
শিবু মুখোপাধ্যায়, রাধারমন
দেবী গাঙ্গুলী, খগেন পাঠক
শ্রীপতি চৌধুরী, আদিত্য ঘোষ
দেব নারায়ণ, বিশু বন্দ্যোঃ, শৈলেন
শ্যামল, অজিত, সুধীর, গোপেন
শান্তি, সুবল, মোহনলাল, গুরুপদ
সুকুমার, প্রদ্যোৎ, রামব্রীজ, আউদ
বিহারী, (এ্যাঃ) লক্ষী সিং, প্রীতি
ভাদুড়ী, স্বাগতা, সুপ্রিয়া, শ্যামলী
ডলি ঘোষ, মণিকা, শিপ্রা, ইলা
দীপিকা, রেখা, সুজাতা, দীপালি
অঞ্জলি, কল্পনা, সন্ধ্যা প্রভৃতি

পরিবেশনা : **কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ • ডিষ্ট্রিবিউটস সিণ্ডিকেট রিলিজ**

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড, কর্তৃক ৩১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।